

## অযথাই দুঃখ সাজাও

( বিপ্লব পালকে একটি চ্যালেঞ্জ )

ভূমিকা না করে সরাসরি প্রসঙ্গে আসা যাক । আমার লেখা “ বিভক্তির সাতকাহন ” সিরিজ রচনার উপর সাম্প্রতিক কালে বিপ্লব পালের দু’টো চিঠি আমি পড়েছি । কোন লেখার বিষয়ে পাঠকের মতামত জানাবার অধিকার অবশ্যই আছে । সে মতামতের বস্তুনিষ্ঠতা এবং গভীরতা থেকে পাঠকের মূল্যায়নও করা যায় তার জ্ঞান এবং পরিমিত বোধ সম্পর্কে । এটা লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্যই সুখকর । কিন্তু তা হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ , গঠন মূলক এবং যুক্তি-নির্ভর ।

কিন্তু বিপ্লব পালের দু’টো চিঠিতেই তা দুঃখ জনক ভাবে অনুপস্থিত । ভুল বানানে লেখা ইংরেজি চিঠির বিষয়ে আমি আর বলবো না । কারণ ইতিমধ্যেই অন্য দুটো চিঠির প্রেক্ষিতে বিপ্লব পাল সেটা বুঝতে পেরে অন্তত আমার নামটা শুদ্ধ ভাবে লিখেছেন- যদিও পদবি টা ঠিক বানানে লেখার মত সময় করে উঠতে পারেন নি এখনও । আর নামে কি-ই-বা আসে যায় ?

বাংলা ভাষায় রচিত দ্বিতীয় চিঠিটা - যা অন্য একটি ই-ফোরামে প্রকাশিত হয়েছে , সেটার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি এবং সম্পূর্ণ অসত্য সমালোচনায় আমার তীব্র আপত্তি আছে । সেখানেই বিপ্লব পালকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি । আর নূ য়নতম মর্যাদাবোধ থাকলে বিপ্লব পাল আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি ।

প্রথমে আমার লেখার লিংক ই-ফোরামে থেকেই দিচ্ছিঃ

[http://www.shodalap.com/VS\\_bibhagir\\_satkahan\\_6.pdf](http://www.shodalap.com/VS_bibhagir_satkahan_6.pdf)

[http://www.mukto-mona.com/Articles/bhajan\\_sarker/bibhaktir\\_satkahan6.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/bhajan_sarker/bibhaktir_satkahan6.pdf)

আর বিপ্লব পালের চিঠিটার লিংক ও এখানে :

[http://www.shodalap.com/BP\\_VS1.pdf](http://www.shodalap.com/BP_VS1.pdf)

বিপ্লব পালের লেখার প্রথম লাইন , “ ভজন সরকার লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা কখনই তামিল , মারাঠী ইত্যাদিদের সাথে মিশতে পারবে না । ”

আমার লেখার কোথাও এ শব্দগুচ্ছ বা এ ভাবধারাটুকুও নেই । যা আছে তা হলো , “ অভিবাসী বাঙালীরা ধর্ম নির্বিশেষে একই সাধারণ কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে মিলে যেতে পারে । আর বর্তমান বিশ্ব-প্রেক্ষিতে এ ছাড়া গত্যন্তর আছে বলেও মনে হয় না । যতই ইসলামী-উম্মা আর মুসলিম ব্রাদারহুডের বড়াই করি না কেন, বাঙালী মুসলমান কখনই আরব, পাকিস্তানী আর আফ্রিকান মুসলমানের সাথে মিলতে পারে না কিংবা পারবে না । ইতিহাস-ঐতিহ্য , কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর রুচিবোধের ভিন্নতাতেই গড়ে উঠবে এক বাঁধার প্রাচীর । যেমনটি সম্ভব নয় বাঙালী হিন্দুর পক্ষেও শুধুমাত্র ধর্মীয় মিলের জন্যই মিলে যাওয়া তামিল-কিংবা গুজরাটি হিন্দুসমাজের সাথে । ”

যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন, বিপ্লব পালের উদ্ধৃতি আর আমার লেখার ভাষা আর ভাব এক নয় অবশ্যই। কেননা, আমি বলেছি অভিবাসী বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের কথা, বলেছি শুধু ধর্মীয় মিল নয় সামাজিক সম্মিলনের জন্য চাই আরও উপাদান। এখানে পশ্চিম বংগ, তামিল আর মারাঠি আসলো কোথা থেকে, বলুন। আর যদি আমার লেখার পূর্বাপর পাঠক হন ( পাঠক অবশ্যই সমালোচনা যখন লিখেছেন ) তবে বুঝেছেন যে - প্রেক্ষাপট বাংলাদেশীদের বিভক্তিরই সাত কাহন - পশ্চিম বংগ নয়।

আমার চ্যালেঞ্জ - বিপ্লব পাল, আপনি প্রমাণ করুন আমার লেখার কোন অংশে পেয়েছেন -যেখানে আমি বলেছি বা বলার চেষ্টা করেছি **পশ্চিমবংগের বাঙালীরা কখনই তামিল, মারাঠী ইত্যাদিদের সাথে মিশতে পারবে না।** আপনি এটা প্রমাণ করতে পারলে আমি কথা দিচ্ছি, **আর কখনই ই-ফোরামে লিখব না** ( যদিও আগ্রহ এমনিতেই হারিয়ে ফেলেছি অযাচিত কোলাহলে)। লিখবো বা লিখতে হবেই -তা অন্য কোথা -অন্য কোনখানে।

**আর আপনার ভুল হলে, ক্ষমা না চান অন্তত ভুলটুকু স্বীকার করুন।**

শেষে, শুনুন আমারই একটা কবিতাঃ

“ অযথা তোমরা প্রতীক প্রতিমায় মূর্তি গড়ে  
অযথা তোমরা পাখীদের গাছেদের উপড়ে ফেলো শেঁকড়  
মনের গভীরে জেলে রাখো প্রতিকী আশুন  
বিষন্ন সকালে খোঁজ কবিতার গোধূলী।

অযথাই মোহন কথা মালায় দুঃখ সাজাও  
বাকল খোলা গাছে লাগাও উত্তরীয়  
মাথার ভেতর কঠিন পাথরকে নুড়ি করো  
অপমান কাঁধে নিয়ে কবিতার পেছনে ছোটো।

শব্দ যখন শব্দকে বোঝে না কিছুতেই  
মানুষ যখন খুলে ফেলে গায়ের আস্তর  
নদী যখন তীর ভেঙ্গে গভীরে তাকায়  
তখন ও কবিতার ক্যানভাসে বেহুলার জল। ” ( কাব্যগ্রন্থ :ক্যানভাসে বেহুলার জল, ২০০০ )

**ভজন সরকার**

॥এপ্রিল ২৯, ২০০৬ ॥